বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু মানব সম্পদ অধিক তাই কোন পরিকল্পনা ছাড়া যত্রতত্র অর্থ ব্যয় করে কোন কাজ করলে আমরা কোন দিনই উন্নতির শিখরে আরোহন করতে পারবোনা। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগাতে প্রতিটি উপজেলায় জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার বিকল্প নেই। সু-শাসন, স্বচ্চতা, জবাবদিহিতা প্রতিটি কাজে প্রতিটি মানুষের দাবী। সকল কাজ ও প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি সুচিন্তিত হলে এবং তা যদি সৎ, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও জনপ্রতিনিধি দ্বারা তৈরি করা ও বাস্তবায়িত হয়, তাহলে অবশ্যই সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজের স্বচ্ছতা থাকবে, থাকবে জবাবদিহিতা।

আমি এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে ঈশ্বরগঞ্জের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মাহমুদ হাসান সুমন
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ঈশ্বরগঞ্জ,ময়মনসিংহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে। উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে তৃনমূল পর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

এ প্রেক্ষিতে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ পরিকল্পনায় ঈশ্বরগঞ্জের বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় জনসাধারণ যারা মতামত দিয়েছেন সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই উপজেলা পরিষদের মাননীয় উপদেষ্টা বাংলাদেশ সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব **ফখরুল ইমাম মহোদয়** ও ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মাহমুদ হাসান সুমন কে।

মোসা: হাফিজা জেসমিন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঈশ্বরগঞ্জ,ময়মনসিংহ।

ইতিহাস[সম্পাদনা]

১১ টি ইউনিয়ন নিয়ে ৭ নভেম্বর ১৯৮২ সালে ঈশ্বরগঞ্জ থানাকে আপগ্রেড করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার কার্যক্রম চালু হয়।

নামকরণ[সম্পাদনা]

শুরুতেই ঈশ্বরগঞ্জের নাম ঈশ্বরগঞ্জ ছিলো না। ইংরেজ শাসন আমলে এর নামকরণ করা হয়েছিল **পিতলগঞ্জ**। পিতলগঞ্জ থেকে "ঈশ্বরগঞ্জ" নামকরণ হওয়ার পিছনেও রয়েছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। ঈশ্বরপাটনী নামে এক খেয়ামাঝি ছিলো। তার কাজ ছিলো ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী অথচগভীর খরস্রোতা 'কাচা মাটিয়া' নদীর বুক বেয়ে ঈশ্বরগঞ্জ সদরের পাশেই দওপাড়া গ্রাম এলাকায় পিতলগঞ্জ বাজারের ঘাটে খেয়াপারাপার করা। পিতলগঞ্জ বাজারটি ছিলো ইংরেজদের স্থাপিত। ঈশ্বরগঞ্জ ছিলো গৌরীপুরের জমিদারদের পরগণা। খেয়ামাঝি ঈশ্বরপাটনীকে খেয়াপারাপারের জন্যে জমিদারের নায়েবকে নজরানা দিয়ে খেয়াপারাপার করতে হতো।ঈশ্বরপাটনী আস্তে আস্তে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পিতলগঞ্জ হাটে খেয়াপারাপারের জন্যেই তার এই পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা। পণ্য বেচাকেনার জন্যে মানুষকে স্বাভাবিক ভাবেই খেয়াপারাপার করতে হতো। এক পর্যায়ে ইংরেজগণ নীলকুঠি স্থাপন করে এবং মানুষকে নীল চাষে বাধ্য করে। ইংরেজরা নির্বিচারে এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ বিশেষ করে পিতলগঞ্জের ব্যবসায়ীদের অতিষ্ঠ করে তোলে। অত্যাচারে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থা। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলেও মানুষ প্রতিবাদ করার মতো সাহসী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ঈশ্বরপাটনী মানুষের এই দুর্ভোগ ও দুর্দশার নীরব সাক্ষী। নীলকরদের অত্যাচার মেনে নিতে পারেনি ঈশ্বরপাটনী। সেক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতিবাদী হয়ে ওঠে সে, হয় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। এক পর্যায়ে কোনো একদিন নীলকুঠির সাহেবগণ হাটে সমাগত মানুষদের নীলচাষ করতেবলে, ধমক দেয়, এমনকি চাবুক পর্যন্ত মারে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে হাটে আসা মানুষগণ। চাবুকের আঘাতেজর্জরিত মানুষের হাহাকারে প্রকম্পিত হয় পিতলগঞ্জের আকাশ-বাতাস। ঈশ্বরপাটনী এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শাল কাঠের বৈঠা হাতে নিয়ে দৌড়ে যায় এবং চিৎকার করে বলতে থাকে 'সাহেব চাবুক মারাবন্ধ কর'। ইংরেজ সাহেবগণ এতেক্ষুব্ধ হয় এবং ঈশ্বরপাটনীরগায়ে চাবুক চালাতে থাকে। ঈশ্বরপাটনীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় এবং হাতের বৈঠা দিয়ে ইংরেজ সাহেবের মাথায় আঘাত করে। এতে করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নীলকুঠির সাহেব।রক্ত ঝরতে থাকে তার। রক্তক্ষরণে এক পর্যায়ে নীলকুঠির সাহেব মারা যায়। সৃষ্টি হয় ভীতসন্ত্রস্থ অবস্থা। পিতলগঞ্জের অবস্থা হয়ে পড়ে থমথমে। পিতলগঞ্জে যেনো ঝড় হইতে থাকে এই ঘটনায়।সমগ্র বাংলায়ও এর প্রভাব পড়ে। ঈশ্বরপাটনীও প্রাণে বাঁচতে পারেনি। ভেঙে যায় পিতলগঞ্জের হাট। তৎকালীন গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরী বর্তমান ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা সদরের জন্যে দত্তপাড়া চরনিখলা মৌজায় বাজার স্থাপনকরার জন্যে জমি দান করেন। তিনি ঈশ্বরপাটনীর নামের ঈশ্বরের সঙ্গে গঞ্জ যোগ করে বাজারের নাম দেন ঈশ্বরগঞ্জ।সেই থেকেই ঈশ্বরগঞ্জ নামের সূত্রপাত। যদিও অনেকে এই ইতিহাসের বিরোধিতা করেন।

মুক্তিযুদ্ধ[সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: ঈশ্বরগঞ্জ মুক্ত দিবস

১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থানা পাক হানাদার মুক্ত হয়েছিল। রক্ত ঝরা সেই উত্তাল দিনে দামাল ছেলেরা দেশকে শত্রুমুক্ত করার দীপ্ত শপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে। নিজ থানাকে শত্রুমুক্ত করতে একাত্তরের ১৬ অক্টোবর রাতে কাজী আলম, আলতাব ও হাবিবুল্লাহ খান ওই তিন কোম্পানির মুক্তিসেনারা ময়মনসিংহ, ভৈরব রেল-লাইনে মাইজহাটি ব্রিজটি ডিনামাইট ছুড়ে বিধস্তসহ টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করার পর ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের রামগোপালপুরের কটিয়াপুরি ব্রিজটি বিধস্ত করতেই ভোর হয়ে যায়। প্রত্যুষে মুক্তিসেনারা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেও মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক হাসিম উদ্দিন আহাম্মদের পরামর্শে থানা আক্রমনের সিদ্ধান্ত নেয় । ওই তিন কোম্পানির মুক্তিসেনারা সড়ক পথে অগ্রসর হয়ে ঈশ্বরগঞ্জের দওপাড়া শ্বসান ঘাটে এসে তিন ভাবে বিভক্ত হয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্লাটুন কমান্ডার কাজী হাসানুজ্জামান হীরুর গ্রুপ সোনালি ব্যাংক সম্মুখে, হাবিবুর রহমান হলুদের গ্রুপ চরহোসেনপুর নলুয়া পাড়া মসজিদের পাশ থেকে, আব্দুস ছাওার ও মতিউর রহমানের গ্রুপ থানার পেছন থেকে থানা আক্রমন করেন। পাকহানাদারদের সাথে শুরু হয় তুমুলযুদ্ধ। মুক্তিযোদ্ধাদের পরিকল্পনায় ত্রুটির কারণে ভেঙে পড়ে যুদ্ধের চেইন অব কমান্ড। ফলে তাদের যুদ্ধ অভিযান ব্যর্থ হয়। এ সময় সম্মুখযুদ্ধে পাকহানাদার ও রাজাকার আলসামসদের হাতে প্রাণ দেন ৭ মুক্তিযোদ্ধা। এ যুদ্ধে শহীদ হন বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হক, আব্দুল মান্নান, আব্দুল খালেক, দুলাল, মতিউর রহমান, আবু তাহের ও হাতেম আলী। শহীদদের রক্তের বদলা নিতে মুক্তিযোদ্ধারা ৮ ডিসেম্বর পুনরায় সুসংগঠিত হয়ে ঈশ্বরগঞ্জ থানা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। ভয়াবহ আক্রমণের মুখে পাকহানাদাররা ভীত হয়ে গভীর রাতে থানা ছেড়ে পালিয়ে যায়। যুদ্ধ ছাড়াই শত্রুমুক্ত হয় ৯ ডিসেম্বর ঈশ্বরগঞ্জ। তাই ঈশ্বরগঞ্জবাসীর কাছে এ দিনটি অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের । ওই দিনে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ড কার্যালয়ে উড়েছিলো স্বাধীনতার পতাকা। ঈশ্বরগঞ্জ মুক্ত দিবস উপলক্ষে

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে।

প্রশাসনিক এলাকা[সম্পাদনা]

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার মোট আয়তন ২৮৬.১৯ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলায় বর্তমানে ১টি পৌরসভা ও ১১টি ইউনিয়ন রয়েছে। সম্পূর্ণ উপজেলার প্রশাসনিক কার্যক্রম ঈশ্বরগঞ্জ থানার আওতাধীন।[৩]

পৌরসভা:

- ঈশ্বরগঞ্জ

ইউনিয়নসমূহ:

- ১নং ঈশ্বরগঞ্জ
- ২নং সোহাগী
- ৩নং সরিষা
- ৪নং আঠারবাড়ী
- ৫নং জাটিয়া
- ৬নং মাইজবাগ
- ৭নং মগটুলা
- ৮নং রাজিবপুর
- ৯নং উচাখিলা
- ১০নং তারুন্দিয়া
- ১১নং বড়হিত

এ উপজেলায় মোট ২৯৩টি মৌজা ও ৩০৪টি গ্রাম রয়েছে।

ভূপ্রকৃতি[সম্পাদনা]

ভৌগলিক অবস্থান[সম্পাদনা]

২৪±৩৩µ থেকে ২৪±৪৪µ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০±২৮µ থেকে ৯০±৪৬µ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এই উপজেলার উত্তরে গৌরীপুর উপজেলা, দক্ষিণে নান্দাইল উপজেলা, পূর্বে নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া উপজেলা এবং পশ্চিমে ময়মনসিংহ সদর উপজেলা ও ত্রিশাল উপজেলা অবস্থিত।

জলবায়ু[সম্পাদনা]

আরও দেখুন: বাংলাদেশের জলবায়ু

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা[৪]

জলবায়ু লেখচিত্র

জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জু	আ	সে	অ	ন	ডি
১২	১৮	৫৫	১৩০	৩০৭	৫০৬	৪৩২	৩৯৯	৩১৩	১৮২	২১	২
২২	২৫	৩০	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩০	২৭	২৪
১৮	২১	২৫	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮	২৭	২৩	২০

সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ এবং সর্বোনিম্ন গড়

মিলিমিটারে বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণ

উৎস: [৫][৬]

দেখান**ইম্পেরিয়াল রূপান্তর**

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার জলবায়ু গ্রীষ্মমন্ডলীয়। বছরের বেশিরভাগ মাসে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। সংক্ষিপ্ত শুকনো মওসুম সামগ্রিক আবহাওয়ার উপর খুব একটা প্রভাব ফেলে না। কপেন এবং গিজারের মতানুসারে, এই জলবায়ুটিকে Aw হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। ঈশ্বরগঞ্জের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ২৫.৩± সেলসিয়াস (৭৭.৫± ফারেনহাইট)। গড় বৃষ্টিপাত ২৩৭৭ মিমি (৯৩.৬ ইঞ্চি)।[৪]
এই উপজেলায় শুষ্কতম মাস হচ্ছে ডিসেম্বর। ডিসেম্বর মাসে ১৯ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। জুলাই মাসে গড়ে ৪৩২ মিমি গড় বৃষ্টিপাত হয়।[৪]

গড়ে ২৮.৫± সেলসিয়াস (৮৩.৩ ফা) তাপমাত্রা নিয়ে বছরের সবচেয়ে উষ্ণতম মাস হচ্ছে আগস্ট। জানুয়ারিতে বছরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে যা গড়ে ১৮.৪± সেলসিয়াস (৬৫.১ ফা) হয়।[৪]

সবচেয়ে শুষ্কতম এবং আদ্রতাপূর্ণ মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০৬ মিমি হয়ে থাকে। বছরের গড় তাপমাত্রা ১০.১± সেলসিয়াস (৫০.২ ফা) পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।[৪]

জনসংখ্যার উপাত্ত[সম্পাদনা]

- মোট জনসংখ্যা ৩,৯১,০৭৮ জন (২০১১)
  - পুরুষ ১,৯৪,৫৫০ জন
  - মহিলা ১,৯৬,৫২৮ জন
- জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১,৩৪২ জন/প্রতি বর্গকিলোমিটারে
- মোট পরিবারের সংখ্যা: ৮১,০৭০ টি
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১.০৬%

নির্বাচনিক পরিসংখ্যান[সম্পাদনা]

- নির্বাচনী এলাকা: ১৫৩, ময়মনসিংহ-৮ (ঈশ্বরগঞ্জ)
- মোট ভোটার সংখ্যা: ৪,০০,৮১৮ জন (২০১১)
  - পুরুষ ভোটার সংখ্যা - ২,০০,২৭২ জন
  - মহিলা ভোটার সংখ্যা - ২,০০,৫৪২ জন

শিক্ষা[সম্পাদনা]

আরও দেখুন: বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী পাথরঘাটা উপজেলায় শিক্ষার হার ৪৯.৯%। যার মধ্যে পুরুষের শিক্ষার হার ৫৩.৪% এবং মহিলাদের ৪৬.১%।

১৯১৬ সালে থানা রোডে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরগঞ্জ বিশ্বেশ্বরী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ময়মনসিংহ জেলা এবং ময়মনসিংহ (পূর্বে ঢাকা) শিক্ষা বোর্ডের অন্যতম সেরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়।[৫] উপজেলার উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ঈশ্বরগঞ্জ বিশ্বেশ্বরী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, জাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, ঈশ্বরগঞ্জ সরকারি কলেজ, মল্লিকপুর লক্ষীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও চরনিখলা উচ্চ বিদ্যালয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের অন্য সব শহরের মতই। সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধানত পাঁচটি ধাপ রয়েছে: প্রাথমিক (১ থেকে ৫), নিম্ন মাধ্যমিক (৬ থেকে ৮), মাধ্যমিক (৯ থেকে ১০), উচ্চ মাধ্যমিক (১১ থেকে ১২) এবং উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণত ৫ বছর মেয়াদী হয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপনী পরীক্ষার মাধ্যমে শেষ হয়, ৩ বছর মেয়াদী নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা সাধারণত নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), ২ বছর মেয়াদী মাধ্যমিক শিক্ষা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি), ২ বছর মেয়াদী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার মাধ্যমে শেষ হয়।

মূলত বাংলা ভাষায় পাঠদান করা হয় তবে ইংরেজিতে পাঠদানের সুবিধা রয়েছে। অনেক মুসলমান পরিবার তাদের সন্তানদের বিশেষায়িত ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন মাদ্রাসাতে প্রেরণ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে অমুসলিম শিক্ষার্থীরাও মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। মাদ্রাসাগুলোতেও প্রায় একই ধরনের ধাপ

উত্তীর্ণ হতে হয়। উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোন শিক্ষার্থী সাধারণত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে। উচ্চ মাধ্যমিকের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য ঈশ্বরগঞ্জ সরকারি কলেজ রয়েছে যা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিসংখ্যান[সম্পাদনা]

- মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭৩টি
- কমিউনিটি প্রাথঃ বিদ্যালয় ৭টি
- কিন্ডার গার্ডেন ১২টি
- স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৩২টি
  - উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন ২০টি
- কমিউনিটি ৫টি
- এনজিও ২টি
- নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪টি
- ৯ম শ্রেণীর অণুমতি প্রাপ্ত বিদ্যালয় ২টি
- মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৬টি
  - সহশিক্ষা ২৩টি
  - বালিকা ৩টি
- স্কুল এন্ড কলেজ ২টি
- কলেজ ৭টি
  - সরকারী ২টি
  - বেসরকারি ৩ টি (সর্বশেষ: ঈশ্বরগঞ্জ রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ)
  - টেকনিক্যাল ১টি (আলীনগর)
  - কারিগরি ১ টি
- কামিল মাদ্রাসা ১টি
  - ফাযিল মাদ্রাসা ১টি
  - আলিম মাদ্রাসা ৩টি
  - দাখিল মাদ্রাসা ২৩টি

উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান[সম্পাদনা]

- মল্লিকপুর লক্ষীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭৩)
- ঈশ্বরগঞ্জ বিশ্বেশ্বরী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৬)
- চরনিখলা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৩)
- তারুন্দিয়া জগৎ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়
- উচাখিলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
- ঈশ্বরগঞ্জ সরকারি কলেজ (১৯৬৮)
- আলীনগর কারিগরি ও বাণিজ্যিক কলেজ (১৯৯৯)
- ঈশ্বরগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজ (১৯১৯)
- আঠারবাড়ি মহিমচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১০)
- বড়হিত উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০৯)
- জাটিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১০)
- সোহাগী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৫৫)
- মাইজবাগ পাছপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৩)
- মধুপুর উচ্চ বিদ্যালয়
- ধীতপুর উচ্চ বিদ্যালয়
- ঈশ্বরগঞ্জ ডি.এস. কামিল মাদরাসা (১৯৬৮)

- ধনিয়াকান্দি হামিদিয়া ফাযিল মাদরাসা (১৯৩৩)

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী[সম্পাদনা]

- অঙ্কুর
- বেঙ্গালটাইমস (অনলাইন)
- উত্তরণ
- প্রস্তুতি
- কলনাদ
- বর্ণমালা
- দুর্নীতি বার্তা (অনলাইন)
- ঈশ্বরগঞ্জ বার্তা
- কাঁচামাটিয়া
- বিকিরণ
- বিশেষ সামাজিক সংগঠন- ঈশ্বরগঞ্জ পরিবার।
- ঈশ্বরগঞ্জ কমিউনিটি

শিল্প-সংস্কৃতি[সম্পাদনা]

শিল্প[সম্পাদনা]

এই উপজেলায় ৫৩৪ ধরনের লোকশিল্প রয়েছে। তন্মধ্যে কুটিরশিল্প, তাঁতশিল্প, লৌহশিল্প, মৃৎশিল্প, ওয়েল্ডিং কারখানা, বাঁশ ও কাঠের কাজ উল্লেখযোগ্য। জারিগান এ অঞ্চলের অতি কাছের যা দেশখ্যাত। এছাড়া বাউল ও যাত্রাগানও প্রচলিত।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান[সম্পাদনা]

ঈশ্বরগঞ্জ থিয়েটার

- পাঠাগার - ১০+
- ক্লাব - ২১+
- সিনেমা হল - ৩
- খেলার মাঠ - ১৫+

অর্থনীতি[সম্পাদনা]

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মূলত মৎস্য উৎপাদন ও কৃষি নির্ভর। উপজেলার প্রধান রপ্তানিদ্রব্য হচ্ছে ধান, মাছ ও পাট। এ উপজেলা আলু, বেগুন, শশা, মরিচ, কপি জাতীয় ফসলের জন্য বিখ্যাত। এখান থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ফসলাদি রপ্তানি হয়।

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাই চার্ট[২]

কৃষি (৭০.৫২%)

অকৃষি শ্রমিক (৩.৩৮%)

ব্যবসা (১০.২২%)

চাকুরি (৩.৮৪%)

শিল্প (০.৪১%)

নির্মাণ (০.৮৭%)

ধর্মীয় সেবা (০.৩২%)

পরিবহন ও যোগাযোগ (২.৯০%)

রেন্ট আন্ড রেমিটেন্স (০.১৮%)

অন্যান্য (৭.৩৬%)

বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে, উপজেলার ৭০.৫২ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে অকৃষি শ্রমিক ৩.৩৮%, ব্যবসা ১০.২২%, চাকরি ৩.৮৪%, নির্মাণ ০.৮৭%, ধর্মীয় সেবা ০.৩২%, শিল্প ০.৪১%, রেন্ট আন্ড রেমিটেন্স ০.১৮%, পরিবহন ও যোগাযোগ ২.৯০% অন্যান্য ৭.৩৬%। গ্রামীণ ও পৌর মিলিয়ে এ অঞ্চলে ৪৭টি হাটবাজার রয়েছে ।

কৃষিভূমির মালিকানা[সম্পাদনা]

ভূমিমালিক ৬৪.৪২%, ভূমিহীন ৩৫.৫৮%। শহরে ৫৩.৮৭% এবং গ্রামে ৬৫.৪২% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে।

নদীনালা ও পানিসম্পদ[সম্পাদনা]

নদীসমূহ[সম্পাদনা]

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায় অনেকগুলো নদী আছে। উল্লেখযোগ্য নদী হচ্ছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী, কাঁচামাটিয়া নদী, মঘা নদী এবং সোয়াইন নদী।[৮][৯] বর্তমানে সীমিত আকারে ব্রহ্মপুত্র নদীর মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে মালামাল পার করা হয় এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি দ্বারা কৃষিকাজ করা হয়। অধিকন্তু এই নদীতে অনেক মাছ পাওয়া যায়।

হাওর ও খালবিল[সম্পাদনা]

- দীঘা বিল
- সিন্নি বিল
- কাৎলা
- কুমুরিয়া
- ধুবদোল
- হিংগা
- বোউয়ালী
- খৈলাহুরী

আইন ও বিচারকার্য[সম্পাদনা]

থানা[সম্পাদনা]

২জন ইন্সপেক্টর, ৬জন এসআই, ৫জন এএসআই, ১৮জন পুরুষ কনস্টেবল, ৫জন নারী কনস্টেবল, ১জন কনস্টেবল সিডিএমস (কম্পিউটার) অপারেটর, ২জন বেতার কনস্টেবল (অপারেটর), ৪জন ড্রাইভার কনস্টেবল ও ১জন ঝাড়ুদার নিয়ে থানা কার্যালয় পরিচালিত হয়ে আসছে।

উল্লেখিত সময়ে থানায় রুজু হওয়া ০৭টি হত্যা মামলার মধ্যে সব কয়টি মামলার রহস্য উদঘাটন, মাদক উদ্ধার সংক্রান্তে ১২৩টি মামলায় ১৪৩ জন মাদক বিক্রতাকে গ্রেফতার, জঙ্গি দমন, ইভটিজিং ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং জুয়া প্রতিরোধের মতো ঈশ্বরগঞ্জ থানা পুলিশের অসংখ্য সফলতা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গুজব প্রতিরোধে পুলিশ সার্বক্ষণিক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আদালত[সম্পাদনা]

মূল নিবন্ধ: ঈশ্বরগঞ্জ চৌকি আদালত

এখানে রয়েছে ঈশ্বরগঞ্জ চৌকি আদালত। বৃহত্তর ঈশ্বরগঞ্জ (ঈশ্বরগঞ্জ, গৌরীপুর, নান্দাইল ও নেত্রকোণা জেলার অংশবিশেষ) উপজেলার ফৌজদারি মামলা কার্যক্রম পরিচালনা করে। ঈশ্বরগঞ্জ পৌর সদর দত্তপাড়া গ্রামে ১৮৮০ সালে ২ একর ৪২ শতাংশ জমির ওপর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এই আদালত স্থাপিত হশ। আদালতে তৎকালীন বৃহত্তর ঈশ্বরগঞ্জ (গৌরীপুর ও নান্দাইল), ফুলপুর ও কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরের কিছু অংশের দেওয়ানি মোকদ্দমার জন্য চালু হয়। সিনিয়র সহকারী জজ আদালতকে ২০১২ সালে তৎকালীন আইন প্রতিমন্ত্রী যুগ্ম জেলা জজ আদালতে উন্নীত করার ঘোষণা দেন।

ঐতিহাসিক নিদর্শন ও ঐতিহ্য[সম্পাদনা]

- আঠারবাড়ী জমিদার বাড়ি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে ভ্রমণ করেছিলেন। আঠারোবাড়ীর তৎকালীন জমিদার প্রমোদ চন্দ্র রায় চৌধুরীর আমন্ত্রণে ১৯২৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে তিনি ময়মনসিংহ থেকে ট্রেনে করে জমিদার বাড়ি পৌঁছান।
- ভোলশোমা মসজিদ (১৬০০)
- নালুয়া মসজিদ, (১৬২৫)
- রাণী মা এর দিঘি উল্লেখযোগ্য

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব[সম্পাদনা]

- আশরাফ আলী খান (বীর প্রতীক), মহান মুক্তিযুদ্ধ '৭১
- এডভোকেট জয়নুল আবেদীন জায়েদী, সাবেক সংসদ সদস্য, ঈশ্বরগনঞ্জ আইনজীবি সমিতির সাবেক সভাপতি।
- আবদুল হাই মাশরেকী, বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও লোককবি
- আশীষ কুমার লোহ চলচ্চিত্র অভিনেতা
- শাহ নুরুল কবীর শাহিন সাবেক সংসদ সদস্য, বিএনপি
- ফখরুল ইমাম, বর্তমান সংসদ সদস্য, মহাজোট
- আব্দুস সাত্তার সাবেক এমপি, আওয়ামীলীগ।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা[সম্পাদনা]

এ উপজেলায় ৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা ৩২ টি। কিন্তু ৩৪ জন বর্তমানে কর্মরত আছেন। হাসপাতালের আউটডোর, ইনডোর এবং বহির্বিভাগ চালু রয়েছে। ইমারজেন্সী বিভাগ সার্বক্ষণিক চালু আছে।

উপজেলার ৯৮ ভাগ শিশুকে টিকাদান এবং যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগীকে সেবা বিনামুল্যে ঔষধ প্রদানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি করা, হাসপাতালের সেবার মান বুদ্ধি করা ও উপজেলা সকল মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছাড়াও এখানে ৬টি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, ৯টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৫২ টি কমিউনিটি চিকিৎসাকেন্দ্র ও ৩টি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে।[৯]

ব্যাংক-বীমা ও সমবায়[সম্পাদনা]

ব্যাংক-বীমা[সম্পাদনা]

উপজেলাটিতে ব্র্যাক ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক সহ সরকারি-বেসরকারি মিলে ১০টিরও বেশি ব্যাংকশাখা রয়েছে। এছাড়াও কারিতাস , পিপিপি ইত্যাদির শাখা রয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ[সম্পাদনা]

- পুকুর ১৭১০টি
- মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার
  - সরকারি - ১টি
  - বেসরকারি - ৬টি
- বাৎসরিক মৎস্যচাহিদা - ৬১৮০ মে.টন
- বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন - ৫৫১৩ মে.টন
- উন্নত মুরগির খামার - ১১টি
- গবাদি পশুর খামার - ৯০টি
- কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র- ১টি

ধর্ম[সম্পাদনা]

এই উপজেলার অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। সুন্নি, ওয়াহাবি ও আহমাদিয়া মুসলিম বিদ্যমান। হিন্দুধর্ম এখানে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম। এছাড়াও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়েরও বসবাস রয়েছে এখান। সাম্প্রতিক সময়ে অনিশ্বরবাদীতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- মসজিদ - ১,০৩৬ টি
- মন্দির - ১২টি
- গীর্জা - ২টি

ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থা[সম্পাদনা]

পোস্ট অফিস: ৩৩টি, পাকা রাস্তা: ১৪৭ কি.মি., অর্ধপাকা রাস্তা: ৮ কি.মি., কাঁচা রাস্তা: ৩৩৪ কি.মি., ব্রিজ/কালভার্ট: ৪৬৬টি, রেল স্টপেজ : ১টি

আরো দেখুন[সম্পাদনা]

- ঈশ্বরগঞ্জ মুক্ত দিবস
- ঈশ্বরগঞ্জ চৌকি আদালত

তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]

১. ↑ *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন (জুন ২০১৪)। "এক নজরে ঈশ্বরগঞ্জ"। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সংগ্রহের তারিখ ১০ জুলাই ২০১৫।*[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]

২. ↑ [ঝাঁপ দাও:ক খ গ] *"ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা - বাংলাপিডিয়া"। bn.banglapedia.org। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০১-২৮।*

৩. ↑ *"ইউনিয়নসমূহ - ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা"। iswarganj.mymensingh.gov.bd। জাতীয় তথ্য বাতায়ন। সংগ্রহের তারিখ ২৯ ডিসেম্বর ২০২০।*

৪. ↑ [ঝাঁপ দাও:ক খ গ ঘ ঙ] *"Ishwarganj climate: Average Temperature, weather by month, Ishwarganj weather averages - Climate-Data.org"। en.climate-data.org। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০১-২৮।*

৫. ↑ *"NASA Earth Observations: Rainfall (১ month - TRMM)"। NASA/Tropical Rainfall Monitoring Mission।*

৬. ↑ *"NASA Earth Observations Data Set Index"। NASA।*

৭. ↑ *"বিশ্বেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন"। সমকাল (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০১৯-০৭-১১।*
৮. ↑ ড. অশোক বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নদীকোষ,* গতিধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ৩৯৯, আইএসবিএন ৯৭৮-৯৮৪-৮৯৪৫-১৭-৯।
৯. ↑ *মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক (ফেব্রুয়ারি ২০১৫)। বাংলাদেশের নদনদী: বর্তমান গতিপ্রকৃতি। ঢাকা: কথাপ্রকাশ। পৃষ্ঠা ৬০৬। আইএসবিএন ৯৮৪-৭০১২০-০৪৩৬-৪।*

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা

৫. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবালি শেষে ৫ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে।

ছক ২ঃ উপজেলার খাতভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	০১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমান/ বিস্তৃতি	কারণ			
স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ মানসম্মত সেবা প্রদানে সমস্যা	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	সমগ্র উপজেলা	১। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হলেও জনবল এখনও ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের। ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা, পরিচ্ছন্নতা কর্মী নাই। ৩। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন সুব্যবস্থা নেই। ৪। ডাইনিং রুম না থাকায় রোগী ও তার স্বজনেরা ওয়ার্ডেই খাবার খায় ও পরিবেশ নষ্ট করে। ৫। আগ রোগী ও তাদের স্বজনদের সময় কাটানোর কোন ব্যবস্থা নেই।	কার্যক্রম নেই	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ আগত ৯০ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে	১। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জনবল নিয়োগের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। ২। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, বেড, নেবুলাইজার মেশিন, গ্লুকোমিটার, বিপি মেশিন, ওটি রুমের যন্ত্রপাতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পিট নির্মাণ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা পুনঃ নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪। হাসপাতালের বাহিরে একটি গ্যারেজ নির্মাণ করা যেতে পারে। ৫। হাসপাতালে ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৬। বসার ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

				৬। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী এবং আগত রোগী ও স্বজনদের গাড়ী রাখার গ্যারেজ না থাকায় সাইকেল, মোটর সাইকেল, ভ্যান ভিতরে প্রবেশ করার ফলে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ৭। রাতের বেলা হাসপাতাল ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত আলোর অভাব বিদ্যমান। ৮। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বাইরে কোন টয়লেট নাই ৯। হাসপাতালের জেনারেটর নষ্ট।			৭। নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণে সিসি ক্যামেরা এবং হ্যালোজেন লাইট লাগানো যেতে পারে। ৮। হাসপাতারের বাহিরে একটি গণসৌচাগার নির্মাণ করা যেতে পারে। ৯। নতুন জেনারেটর প্রদান করা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	ইউনিয়ন ও পৌরসভার জনগণ	১৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক	১। ৫২ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নতুন ল্যাপটপ দরকার ২। ৫২ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাব পত্র চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা নাই। ৩। অধিকাংশ কমিউনিটি ক্লিনিকের ছাদসহ বিল্ডিং নষ্ট। ৪। বাউন্ডারী না থাকায় নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। ৫। মাঠ পর্যায় থেকে আসার জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা নাই।	কার্যক্রম নেই	৫২ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত ৬০ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। ৫২ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নতুন উন্নতমানের ল্যাপটপ দেয়া যেতে পারে। ২। ৫২ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, সিসি ক্যামেরা দেওয়া যেতে পারে। ৩। ছাদসহ বিল্ডিং নষ্ট হওয়া কমিউনিটি ক্লিনিকগুলি পুনঃ নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪। নিরাপত্ত নিশ্চিতকরণে বাউন্ডারী নির্মাণ করা যেতে পারে। ৫। মাঠ পর্যায় থেকে উপ-স্বাস্থ্ কেন্দ্রে আসার জন্য এবং ডেলিভারীর ক্ষেত্রে জরুরী প্রয়োজনে পরিবহণ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলার গর্ভবর্তী	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলাধী	সমগ্র উপজেলা	১। বাড়ীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপ্রশিক্ষিত	১। উপজেলা পরিবার পারিকল্পনা দপ্তর ইউনিয়ন	আনুমানিক ১০০০ জন গর্ভবতী মা।	১। গর্ভবতী মা ও তার পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীল

	মায়েরা ও নবজাতকসমূহ মৃত্যূ ঝুঁকির মধ্যে আছে।	ন ১১ টি ইউনিয়নের ৯৯ ওয়ার্ডে।		ধাত্রী/নার্সদ্বারা বাচ্চা প্রসব করা। ২। উপজেলার গর্ভবর্তী মায়েদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুফলের ব্যাপারে অবগত নন। ৩। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্রসমূহে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির অভাবে নরমাল ডেলিভারী চালু নেই। ৪। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত ধাত্রী/দাই, নার্সের অভাব।	পর্যায়ে ১১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবাার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও ৫০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর মাধ্যমে গর্ভবতীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে।		সুবিধা ও গর্ভবতীর জটিলতা সর্ম্পকে অবহিত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আগামী পাঁচ বছরে ৪০ টি অবহিতকরন ক্যাম্পইন/ উঠান বৈঠক/ পরিবার সমাবেশ পরিচালনা করা যেতে পারে। ২। ১১ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহ ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের অপারেশন থিয়েটার রুমের মানসম্মত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ১৫ জন সিএসবি/দাই নার্সকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী প্রদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
পরিবার পরিকল্পনা	উপজেলর দরিদ্র ও প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত কিশোর-কিশোরীরা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা ১১ টি ইউনিয়ন	উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন ও ০১টি পৌরসভায় বসবাসরত কিশোর-কিশোরীরা	১। উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক কোন প্রোগ্রাম চালু না থাকায় স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যাপারে সঠিক ও যথেষ্ট পরিমানে জ্ঞান নেই। ২। শিক্ষার অভাবে ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারনে জনগনের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সঠিক জ্ঞান নেই।	উক্ত উপজেলায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে মাসে ৪০ টি স্যাটেলাইট সম্পাদিত হয় কিন্তু প্রশিক্ষক ও অর্থাভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচী চালু করা যায় নাই।	উপজেলার ১১ টি ইউনিয়ন ও ০১টি পৌরসভায় বসবাসরত কিশোর-কিশোরীরা	১। কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিগত পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অবহিত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আগামী ০৫ বছর ৪০ টি অবহিতকরণ ক্যাম্পেইন/উঠান বৈঠক, স্কুলে স্বাস্থ্য শিক্ষা, কিশোর-কিশোরীদের সমাবেশ পরিচালনা করা যেতে পারে। ২। ৪০ স্যাটেলাইটে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রোগ্রাম চালু করতে দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরী করা যেতে পারে।
জনস্বাস্থ্য	শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির	সমগ্র উপজেলা	সমগ্র উপজেলা	উৎখাতের ডাটাবেজ থাকলে প্রকৃত সমস্যা সম্মিলিত পরিবার নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের আওতায় আসবে।	১। সমগ্র দেশ নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প। ২। পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	ক্ষেতলাল উপজেলায় বর্তমানের স্যানিটেশন কভারেজ ৯৬% আগামী পাঁচ	১। উপজেলার ল্যাট্রিনবিহীন দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে ল্যাট্রিন স্থাপন করে দেয়া/ল্যাট্রিন স্থাপন করতে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

	ব্যবস্থা নিশ্চিতের জন্য একটি সফল জরিপের প্রয়োজন।				৩। অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীন পানির সরবরাহ প্রকল্প ৪। পিইডিপি-৪ (ওয়াশব্লক, টিএসপি)	বছরে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী এবং নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা ১০০% এ উত্তীর্ণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	২। নলকূপবিহীন পরিবারের মাঝে নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে। ৩। সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ম মাদ্রাসায় ওয়াশ ব্লক নির্মান করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	১। ভৌত অবকাঠামো ২। চেয়ার টেবিল ও বেঞ্চ ৩। মেয়েদের কমনরুম ও ওয়াশরুম	৩৬ টি বিদ্যালয়	সমগ্র উপজেলা	১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে। ২। বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ দুর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট। ৩। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নাই। ৪। বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব। ৫। দরিদ্র ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ৬। মাধ্যমিক পর্যায়ের মেয়ে শিক্ষার্থীদের বাল্য বিবাহ। ৬। শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি	আইসিটি ল্যাব স্থাপন প্রশিক্ষণ গ্রহণ	১। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ হবে ২। শিক্ষার গুনগত মান পরিবর্তন হবে।	১। পর্যাপ্ত ভবন নির্মাণ/বিদ্যমানভবনগুলোকে বহুতল করা যেতে পারে। ৩। পর্যাপ্ত আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা যেতে পারে। ৪। মেয়েদের কমনরুম ও ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৫। প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ নির্মাণ করা যেতে পারে। ৬। আসন সংকুলানের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বেঞ্চ সরবরাহ করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা	অত্র উপজেলার ৪৩ টি বিদ্যালয়, ১৯ টি মাদ্রাসা ও	২৪০ জন শিক্ষক ও ৭১ জন কর্মচারী	১। ইংরেজী, গনিত বিজ্ঞান এবং আইসিটির বিষয়ে শিক্ষকগণ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না বিধায় তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। ২। কর্মচারীরা নথি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ পান না।	কার্যক্রম নেই।	২৪০ জন শিক্ষক আধুনিক শিকা পদ্ধতি ও ৭১ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনা ও আইসিটির উপর	১। উপজেলা পরিষদ ২৪০ জন শিক্ষকের ইংরেজী, গনিত বিজ্ঞান এবং আইসিটির বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ৭১ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

	পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী ও গনিত) বিষয়ে ধারনা কম	৮ টি কলেজ				ধারনা কম।	করা যেতে পারে।
প্রাথমিক শিক্ষা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে মানসম্মত, আধুনিক ও আনন্দায়ক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ ব্যাহত হচ্ছে।	অত্র উপজেলার ১৪৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫,০০০ জন শিক্ষার্থী	১। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ অবস্থা ও পর্যাপ্ত পরিমানে শ্রেণিকক্ষ, আসবাবপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণের অভাব। ২। পর্যাপ্ত পরিমানে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও ডিজিটাল কন্টেন্ট মাধ্যমে পাঠদান উপযোগী শ্রেণিকক্ষের সংকট। ৩। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা নেই।	১। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৬ টি বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। ২। পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে ১৮ টি বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করে ১২ টি । ৪০ হাজার টাকা করে ২৯ টি বিদ্যালয়ে রুটিন মেইনটেন্যান্স। ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করে প্লেয়িং এক্সসরিস ৫ টি বিদ্যালয়ে প্রদান করা হয়েছে। ৩। স্লিপ-এর মাধ্যমে পাঠদান উন্নয়নে ৪৭ টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। ৪। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। ৫। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ১৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা	৪৫,০০০ জন শিক্ষার্থী	১। ১টি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনন্টেট-এ পাঠদান উপযোগী শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ রুম তৈরী করা হয়েছে। ২। ১৭৩ জন শিক্ষককে ডিজিটাল কনন্টেট-এর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। অবশিষ্ট ৪২ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী (দোলনা, স্লিপার, ব্যালেন্সার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৪। ৪৭ টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র (বেঞ্চ, আলমারী, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৫। ৪৭ টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ (ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স, রং পেন্সিল, পানির পট, স্কেল, ছাতা, বিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৬। ৪৭ টি বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ৭। ১৮টি বিদ্যালয়ে ভবন মেরামত করা যেতে পারে। ৮। ৪৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে

					হয়েছে। ৬। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে ২৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে। ৭। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১০,০০০ টাকা করে ৩ টি বিদ্যালয়ের ৬ টি ওয়াশ ব্লক রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়।		পারে।
কৃষি	উপজেলার কৃষকরা কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিকভাবে কম লাভবান হচ্ছেন	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার ১১ টি ইউনিয়ন	সমগ্র উপজেলার কৃষি পরিবার	১। আধনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য, সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারনা কম থাকা। ২। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার, ট্রান্সপ্ল্যান্টার, রিপার, ফুট পাম্প, ফিতা পাইপ ইত্যাদি) ক্রয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব। ৩। পাকা সেচ নালা না থাকার দরুন সেচের ৩০% পানি অপচয় হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১। আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন প্রকল্প-এর মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ১৩ টি দলে মোট ১৯৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২। কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন প্রকল্প-এর মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ৫ টি দলে মোট ২০ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক (Compact) আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ে	১৯৮৭৪ জন কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ পাবে না	১। ৪০০ টি কৃষক পরিবারকে জৈব সার উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। পরিবেশ বান্ধব আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিষমুক্ত নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে ১৬০০ কৃষক/কৃষানীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। উপজেলার বিভিন্ন কৃষক দলের মাঝে (পাওয়ার স্প্রেয়ার, ফুট পাম্প ও ফিতা পাইপ ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে। ৪। ১০০০ মিটার সেচ নালা পাকা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

					প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৩। আইএফএমসি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৫০ জন কৃষক/কৃষাণীকে কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে হাতে কলমে কৃষি, প্রাণী ও মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ৪। আইপিএম স্কুলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন বিষয়ে ১০০০ জন কৃষক-কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ৪। রাজস্ব প্রকল্পের আওতায় ১৭৭ জন কৃষককে বিভিন্ন সরিষা, গম, ভুট্টা, বিটি বেগুন, পেঁয়াজ, আলু, বোরো ধান, আউশধান ও রোপা আমন ধান চাষাবাদের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রক্রিয়া চলমান। ৬। আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ময়মনসিংহ বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৫০ জন কৃষককে বিভিন্ন ফসল চাষাবাদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৭। লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ৪৫০ জন কৃষককে মাল্টা, কমলা, লেবু ও বাতাবী লেবু চাষাবাদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।		

					৮। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্দি প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ মাফিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত তালিকা হতে কৃষকদের মাঝে ৫০% ভূর্তকীতে উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে।		
কৃষি	সংরক্ষনাগার ব্যবহারের অযোগ্য এবং সীমানা প্রাচীর নাই।			ব্যবহারের অযোগ্য	উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট হতে ঈশ্বরগঞ্জ বীজ সংরক্ষনাগার মেরামত বাবদ প্রাথমিকভাবে কত টাকা ব্যয় হবে তার একটা ধারনা নেয়া হয়েছে।	বীজ সংরক্ষণ করে রাখা যাবে।	উপজেলা পরিষদ তহবিল/এডিপি থেকে মেরামতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদী পশুপাখি পালনকারি পরিবারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন	উপজেলা সকল ইউনিয়ন তবে ১১ টি ইউনিয়ন	২৯৮০৫টি পরিবারের ১৯৫৮৪২ টি গবাদি পশু ও ৪১০৭৬৪ টি গবাদি পাখি।	১। গবাদি পশুপাখিকে পর্যাপ্ত পরিমানে সঠিক সময়ে কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান না করার কারণে প্রতি বছর প্রচুর সংক্যক গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোগজনিত কারনে বিশেষতঃ গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগ ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগ ও দেশী মুরগী রানীক্ষেত রোগে মারা যায়। ২। গবাদি পশুর কৃমিনাশক প্রয়োগ, ভ্যাক্সিনেশন ও পালন পদ্ধতি বিষয়ে পশুপাখি পালনকারিদের ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস হতে ৭১৬২৭ টি গবাদিপশুর জন্য বার্ষিক ৫০১৩৮৯ ডোজ টিকার চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর মাত্র ২৩২৩৬ ডোজ করে টিকা প্রদান করা হচ্ছে। ২৯৪০০০ টি দেশি হাঁস, মুরগী, কবুতরের রানীক্ষেত রোগের জন্য বছরে ১১৭৬০০০ ডোজ চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর ৮৪৯০০০ ডোজ প্রদান করা হচ্ছে এবং ১১৬৭৬৪ টি দেশি হাঁসের ডাকপ্লেগ রোগের জন্য বছরে ২৩৩৫২৮ ডোজ চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর ৪৪০০০ ডোজ প্রদান করা হচ্ছে	৩৫৮১৩৫ টি গবাদিপশুর জন্য ৫ বছরে ২৫০৬৯৪৫ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে। ৫৮৩৮২০ টি দেশি মুরগী, ও কবুতরের রাণীক্ষেত রোগের জন্য ৫ বছরে ৫৮৮০০০০ ডোজ টিকার প্রয়োজন এবং৫৮৩৮২০ টি দেশি হাসের ডাকপ্লেগ রোগের জন্য ১১৬৭৪০ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে।	১। উপজেলা পরিষদ হতে ৩৫৮১৩৫টি গবাদি পশুর বিভিন্ন রোগের প্রতিষোধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। ৩৫৮১৩৫ গরু, ছাগল ও ভেড়ার কৃমিনাশক, ক্ষুরা রোগের প্রতিষেধক ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ৪ লক্ষাধিক দেশী মুরগী, হাঁস ও কবুতরের টিকা প্রদানের জন্য ৫৪ জন (প্রতি ওয়ার্ডে ১ জন) টিকা কর্মীর প্রশিক্ষণ ও প্রতিষেধক সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
	প্রশিক্ষণের	উপজেলার	ডেইরী ৮৯০	গবাদিপশু পাখি পালনকারীদের	সাম্প্রতিক সময়ে যতগুলো	৮৯০ জন ডেইরি	উপজেলা পরিষদ থেকে প্রশিক্ষণ

	অভাব	১১টি ইউনিয়ন	জন পোল্ট্রি ১৪৩২ জন	ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব।	খামারী আছে এদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।	খামারীদের বছরে একবার এবং ১৪৩২ পোল্ট্রি খামারিদের বছরে একবার।	আয়োজন করা যেতে পারে।
	ঈশ্বরগঞ্জ কৃত্রিম প্রজনন স্বেচ্ছাসেবী পয়েন্ট ব্যবহার অযোগ্য এবং সীমানা প্রাচীর নেই।	গণমঙ্গল	০.০৬ একর	ব্যবহার অযোগ্য	উপজেলা পরিষদের সাধারণ সভায় প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ৭২৩৭ টি পরিবার সহজে প্রাণিসম্পদ সেবা পাবে।	উপজেলা পরিষদ রাজস্ব/এডিপি তহবিল থেকে মেরামতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
	ঈশ্বরগঞ্জ কৃত্রিম প্রজনন স্বেচ্ছাসেবী পয়েন্ট ব্যবহার অযোগ্য এবং সীমানা প্রাচীর নেই।	ঈশ্বরগঞ্জ	০.০৮ একর	ব্যবহার অযোগ্য	উপজেলা পরিষদের সাধারণ সভায় প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ৫৭৪৫ টি পরিবার সহজে প্রাণিসম্পদ সেবা পাবে।	উপজেলা পরিষদ রাজস্ব/এডিপি তহবিল থেকে মেরামতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
মৎস্য	মৎস্য খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় মাছ চাষে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১১২০ জন মৎস্য চাণী	১। মৎস্য খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে মাছের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় মাছ চাষে চাষিরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। ২। কারিগরি জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য মৎস্য চাষীরা আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে অধিকহারে উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে না।	ময়মনসিংহ বিভাগে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ১১০ জন মৎস্য চাষীকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	১১২০ জন মৎস্য চাষীকে প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।	১। মৎস্য খাদ্য বৃদ্ধিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ২। ২০০ জন মৎস্য চাষীর স্বল্প মেয়াদী মাছ চাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। ১১২০ জন মৎস্য চাষীর মাঝে দল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণ (এরেটর, পিলেট মেশিন, জাল, পাম্প ইত্যাদি) প্রদান করা যেতে পারে।
মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাকপ্রাপ্তা,	উপজেলা সকল ইউনিয়ন	আনুমানিক ৬০০০ জন নারী	১। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২। দারিদ্র্যতার কারণে নারীরা বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন না।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত 'মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" ও উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প" এর	৩০০০ জন নারী কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হবেন।	১। ৪০০ জন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে

	স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে।			৩। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে জলাবদ্ধতা, অবকাঠামো সম্যসা, আসবাবপত্র সংকটের কারণে সীমিত সংখ্যক নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হলেও অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাচ্ছে না। ৩। মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের বর্তমান ভবনটি সংস্কার অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যার র কারণে দরিদ্র মহিলাদরে জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যাক্রম ব্যহত হচ্ছে।	মাধ্যমে প্রতি বছর ১২০ জন মহিলাকে দর্জি বিজ্ঞান ও বিউটিফিকেশন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।		প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র প্রদান করা যেতে পারে। ৩। মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের বর্তমান ভবনটি সংস্কার/অন্যত্র অফিস স্থানান্তর করা যেতে পারে।
যোগাযোগ	জনগণ উপজেলার বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১। ৫.৩৯ কি.মি (০৩ টি) উপজেলা সড়ক ১.৬৬ কি.মি (০২ টি) ইউনিয়ন ও ২২৮.১৫ কি.মি (১৪৭টি) গ্রামীণ সড়ক কাঁচা।	১। উপজেলা ৫.৩৯ কি.মি (০৩ টি) উপজেলা সড়ক ১.৬৬ কি.মি (০২ টি) ইউনিয়ন ও ২২৮.১৫ কি.মি (১৪৭টি) গ্রামীণ সড়ক কাঁচা হওয়াতে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো (স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার ইত্যাদি) যাতায়াতের ক্ষেত্রে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। ২। উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কসমূহের পার্শ্বে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন ও কার্লভাট না থাকারয় সড়কে জলাবদ্ধতা তৈরী হচ্ছে এবং গাইডওয়াল না থাকায় সড়ক ভেঙে যাচ্ছে এবং সড়কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে।	১। জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3)-এর মাধ্যমে আনুমানিক ০৪ কি.মি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মান করা হবে। ২। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (RDRIDP) এর মাধ্যমে আনুমানিক ০৮ কি.মি ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ করা হবে। ৩। পল্লী সড়ক ব্রীজ/কালর্ভাট মেরামত কর্মসূচী (GOBM)এর আওতায় আনুমানিক ১০কি.মি সড়ক সংস্কার করা হবে। ৪। রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)-এর আওতায় ৫.৫৭ কি.মি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা	৪০৭ কি.মি গ্রামীণ সড়ক কাঁচা থেকে যাবে।	১। ১০ কি.মি সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন (এইচবিবি/আরসিসি) করা যেতে পারে। ২। ২৫০০ মিটার গাইডওয়াল ও ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মান করা যেতে পারে। ৩। বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ২৪ টি কার্লভাট নির্মাণ করা যেতে পারে। ৪। বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে চাহিদামাফিক সোলার বাতি প্রদান করা যেতে পারে।

					হবে। ৫। নবিদেব প্রকল্পের আওতায় ৯ কি.মি সড়ক সংস্কারের কাজ চলমান আছে।		
সমবায়	উপজেলার আশ্রয়ন প্রকল্পে সমূহে বসবাসরত পরিবার সমূহের ঋনেন পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলাধীন ৯টি আশ্রয়ন প্রসঙ্গে	৫১০ পরিবার	১। নির্দিষ্ট ফোন ট্রেডে প্রশিক্ষিত না হওয়ায় পরিবার সমূহ ঋণের সঠিক ব্যবহার করছে না। ২। পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি হওয়ায় অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে যাচ্ছে ৩। ব্যারাক সমূহের জরাজীর্ণ অবস্থা ল্যাট্রিন, নলকূপ ও রাস্তার সংকটের কারণে অনেক পরিবার ব্যারাক ছেড়ে চলে যাচ্ছে	কার্যক্রম নেই	৫১০ পরিবারিক ঋণ খেলাফী হয়ে যাবে।	১। ৯টি আশ্রয়ন /আশ্রয়ন কেম-২ প্রকল্প জরুরী ভিত্তিতে সংস্কার করা যেতে পারে। ২। আশ্রয়ন/আশ্রয়ন কেম- ২ তে বসবাসরত ৫১০ পরিবারকে বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। অতএব সমবায় দপ্তর হতে ট্রেড ভিত্তিক ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।
যুব উন্নয়ন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ে আগত সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়,		উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের জরাজীর্ণ অবকাঠামো	কার্যক্রম নেই		জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ের চালা, বারান্দাও অন্যান্য অবকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়ন করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয় হতে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনীহা দেখাচ্ছেন। পল্লী ভবন মেরামত না করার ফলে ভবন নষ্ট হয়ে	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার পৌরসভা সহ সকল ইউনিয়ন	১০০০ জন ঋণ গ্রহীতা	১। ঋণের অর্থ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ করা ২। ঋণের অর্থ সঠিক খাতে ব্যবহার না করা ৩। জনবল সংকট	ঋণ কার্যক্রম চলমান	জনবল সমস্যা সংকট হবে। খেলাপী ঋণ বেড়ে যাবে। নতুন সদস্য ঋণ পাবে না।	১। দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাত ভিত্তিক ঋণের ব্যবহার নিশ্চত করা। ২। জনবল সংকটের সমাধান করা ৩। গৃহিত ঋণ পরিশোধে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, গন্যমান্য ব্যক্তিরা উপজেলার সকল অফিসারের প্রয়োজনমত সহযোগিতা করা । ৪। অফিস নিরাপত্তার জন্য পরিষদে নিরাপত্তা জোড়দার করা যেতে পারে।

	যাচ্ছে। জনবল সমস্যা, অফিস নিরাপত্তার সমস্যা						
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার সকল ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	১। দুর্যোগের সময় জনগণের করণীয় সম্পর্কে ধারণার অভাব। ২। দুর্যোগকালীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকার্য পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নেই।	১। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে।	উপজেলার সকল জনগণ	১। প্রতি ইউনিয়নে ১ টি (১১ ইউনিয়নে ১১ টি) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ২। মশক নিধনে ০৯ টি ফগার মেশিন ক্রয় করা যেতে পারে।

৬. বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্ষেতলাল উপজেলার বিভিন্ন উৎস হতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে শিক্ষা খাতে উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের পদক্ষেপ বেশি। অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। একইভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারে জাতীয় সরকারের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় সরকার বড় প্রকল্প গ্রহণ করলেও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে কম। এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সংগতির মধ্যে এই সব সমস্যা সমাধানে ছোট প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে বলে মনে করে। একইভাবে প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতের তুলনায় কৃষি খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম অনেক বেশি। জাতীয় সরকার স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সরকার সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ছক-৪ঃঃ উপজেলায় বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

খাত	**পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম**	**অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ**	**অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম**	**প্রকল্পের মেয়াদ**	**বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১**	**বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২**
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প						
শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি ৩/৪ (PEDP-৩/৪)	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১১ বিদ্যালয়ে শ্রেনীকক্ষ সম্প্রসারণ অনুমোদিত হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩	০০	০০
শিক্ষা		২০১৯-২০ অর্থ বছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে ৬০ টি বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। পিইডিপি-৩				

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
		এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ লক্ষ টাকা করে ৫ টি বিদ্যালয়ে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২ লক্ষ টাকা করে ২৫ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।				
শিক্ষা		২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে ৯৯ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।				
শিক্ষা		২০১৭-১৮৯ অর্থবছরে পিইডিপি-৩ এর আওতায় ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত ও ৩ টি বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।				
শিক্ষা		পিইডিপি-৩ এর আওতায় উপজেলা রির্সোস সেন্টারের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৫৮ জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।				
শিক্ষা	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি ৩/৪ (PEDP-৩/৪)	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেনীকক্ষ নির্মাণ, পুনঃনির্মান, বড় ধরনের সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদরে সমস্যার সমাধান ও অত্র বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-১৮ হতে ২০২২-২৩	০০	০০
		২০১৯-২০ অর্থ বছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় ভবন মেরামতের			৫,০০,০০০	৫০,০০,০০০

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
		জন্য বিদ্যালয় প্রতি ২ লক্ষ টাকা করে ১৮ টি বিদ্যালয় মেরামতের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। পিইডিপি-৩ এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ লক্ষ টাকা করে ৫ টি বিদ্যালয়ে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় ২ লক্ষ টাকা করে ২৫ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।				
		২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিইডিপি-৪ এর আওতায় ৪০,০০০ টাকা করে ১৫ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়।			০০/-	৬,০০,০০০
		২০১৭-১৮ অর্থবছরে পিইডিপি-৩ এর আওতায় ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।			৫,০০,০০০	০০/-
		পিইডিপি-৩ এর আওতায় উপজেলা রির্সোস সেন্টারের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬৭০ জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।			৭৬৫৯৫৬০	
শিক্ষা	রাজস্ব খাতের বিদ্যালয় মেরামত	২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের মাধ্যমে ১.৫ লক্ষ টাকা করে ৪ টি বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কার করা হয়েছে।			৬,০০,০০০	১৮,০০,০০০
শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থী শিক্ষা বৃত্তি প্রদান	উপজেলা ৪৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি		
শিক্ষা	স্লিপ	উপজেলার সকল ৪৭ টি সরকারি প্রাথমিক	উপজেলা সকল	চলমান কর্মসূচি	২৬,১০,০০০	২৫,১০,০০০

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
		বিদ্যালয়ের পাঠদান উন্নয়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে প্রতিটিতে ৫০-৭০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
শিক্ষা	খেলার সামগ্রী প্রদান	২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০ টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী প্রদানের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।	উপজেলার ১০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		০০	০০
শিক্ষা	প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয়	উপজেলার ৪৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক প্রাথমিক শ্রেনীকক্ষের উন্নয়ন	উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসুচি	৪,৭০,০০০	৪,৭০,০০০
শিক্ষা	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত ও সংস্কার	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১০,০০০ টাকা করে ১২ টি বিদ্যালয়ের ১২ টি ওয়াশ ব্লক-এর রুটিন মেইনটেনেন্স করা হয়।	উপজেলা ৪৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমান কর্মসূচি	১,২০,০০০	৮০,০০০
শিক্ষা	সাব ক্লাস্টার ট্রেনিং	১৪৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের ৯ টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ৩ মাস অন্তর ১ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান।	উপজেলা ৪৭ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	চলমন কর্মসূচি	১,৯৯,০০০	১,৯৯,০০০
অবকাঠামো উন্নয়ন	জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (IRIDP-২)	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের জন্য গ্রাম ও বাজার/গ্রোথ সেন্টারের মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন	রলার সকল ইউনিয়ন	২০১৮-২০২০	৩,৪৪,৭৯৯৯৩/-	

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
		করা। এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলার ০৭ টি সড়কের ৫.৭১ কি.মি।				
অবকাঠামো উন্নয়ন	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (RDRIIP-২)	উপজেলা হেডকোয়ার্টারের সাথে বিভিন্ন ইউনিয়ন সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামের যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সড়ক, ব্রীজ, কার্লভাট তৈরি করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন করে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এলাকার মানোন্নয়ন। এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলার ৭ টি সড়কের ৪.৮ কি.মি পাকা করা হয় এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩ টি সড়কের ৭.৯ কি.মি পাকা করার কাজ চলমান আছে।	চলমান কর্মসূচী	২০১৮-২০২২	৩,৮৫,৯৮,৪০১/-	
অবকাঠামো উন্নয়ন	পল্লী সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী (GOBM)	গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো পুনঃনির্মান করে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা এবং এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উপজেলার ৫ টি সড়কের ১০.১২ কি.মি মেরামত করা হয় এবং ২০২০-২২ সালে ৭.১৬৭ কি.মি মেরামত করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন		১,৫০,০৯,১১৪/-	৫,১৯,৪৮,৬১৭/-
অবকাঠামো উন্নয়ন	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প-২ (UCCP-	উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ এর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।				

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
	২)					
অবকাঠামো উন্নয়ন	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP)	এই প্রকল্পে আওতায় ২০১৭-২০ অর্থবছরে ০৮ টি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭-২২	২২৪৩৭৪৭/-	
অবকাঠামো উন্নয়ন	রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)	২০১৯-২০ অর্থবছরে শুরু হওয়া রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (জঈওচ)-এর আওতায় আনুমানিক ১৯ কি.মি গ্রামীণ সড়ক মেরামত করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	কাবিখা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/- (এক কোটি) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪১ টি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪১ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	টি আর/কাবিটা কর্মসূচীর আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর (টি আর/কাবিটা) আওতায় সোলার প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০ হতে ১২০০ পরিবার/প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাবিটা/টি আর প্রকল্পের আওতায় সোলার প্যানেল	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
		স্থাপন সংক্রান্ত ৮২ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।				
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ইজিপিপি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মহীন সময়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছেয়ে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৩২ টি প্রকল্প এবং ২০২০-১৯ অর্থবছরে টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ক্ষেতলাল উপজেলায় মোট ১৯৫২ জনের কর্মসংস্থান করা হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	টি আর	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করে আসছে। ক্ষেতলাল উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্রতা অনেক হ্রাস পেয়েছে ও গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ ও শিক্ষা/সামাজিক প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ১,০০০০০০০/- (১ কোটি)	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
		টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। টি আর প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০৫ টি প্রকল্প ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৫৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।				
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ প্রকল্প	২০২১-২২ অর্থবছরে উপজেলায় ৫৬ টি পরিবারের মাঝে দুর্যোগ সহিষ্ণু ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	সেতু/কালর্ভাট নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২ টি প্রকল্প ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	এইচবিবিকরণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২ টি প্রকল্প ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এইচবিবি করার জন্য ২,১৫,১২,০০০ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ভিজিএফ কার্যক্রম	ভিজিএফ একটি মানবিক সহায়তা কর্মসূচী যার মাধ্যমে সরকার গরীব পরিবারের মাঝে ধর্মীয় উৎসব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে খাদ্যশস্য বিতরণ করে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
জনস্বাস্থ্য	সমগ্রদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প	নিরাপদ পানির চাহিদা পূরণ করার জন্য নলকূপ স্থাপণ	ঈশ্বরগঞ্জ	২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
				২০২৪-২৫		
জনস্বাস্থ্য	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	নিরাপদ পানির চাহিদা পূরণ করার জন্য নলকূপ স্থাপণ	ঈশ্বরগঞ্জ	২০২০-২১ ২০২১-২২		
জনস্বাস্থ্য	অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীন পানির সরবরাহ প্রকল্প	নিরাপদ পানির চাহিদা পূরণ করার জন্য অগভীর নলকূপ স্থাপণ	ঈশ্বরগঞ্জ	২০২০-২১		
জনস্বাস্থ্য	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প	১০০% স্যানিটেশন নিশ্চিত করণের জন্য রিং-স্লাব বিতরণ	ঈশ্বরগঞ্জ			
জনস্বাস্থ্য	অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীন পানির সরবরাহ প্রকল্পে আওতায় পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি টয়লেট	স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নিত করণের জন্য পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি টয়লেট নিমার্ণ	ঈশ্বরগঞ্জ	২০২০-২০২১		
জনস্বাস্থ্য	পিইডিপি-৪ (ওয়াশব্লক)	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ওয়াশব্লক নিমার্ণ	ঈশ্বরগঞ্জ	২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫		
জনস্বাস্থ্য	পিইডিপি-৪ (টিএসপি)	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাবমারসিবল পাম্প, হ্যান্ডওয়াশ বেসিন, RO ফিলটার সম্মলিত নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ	ঈশ্বরগঞ্জ	২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫		
জনস্বাস্থ্য	**Hygiene Project in response to COViD-19**	করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় উপজেলায় বিভিন্ন গুরুতপূর্ণ জায়গায় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে বেসিন নিমার্ণ	ঈশ্বরগঞ্জ	২০২০-২১		
পল্লী উন্নয়ন	অস্বচ্ছল বীর মুক্তি যোদ্ধা ও তাঁদের পৌষ্যদের ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে সাবলম্বী কর্মসূচী।	প্রশিক্ষন প্রাপ্ত অস্বচ্ছল বীর মুক্তি যোদ্ধা ও তাঁদের পৌষ্যদের ২ বছর মেয়াদী মাসিক কিস্তিতে আদায় যোগ্য ঋণ প্রদাণ।	পৌরসভা সহ সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৪,০০,০০০.০০	৪,৫০,০০০.০০

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
পল্লী উন্নয়ন	সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী	হত দরিদ্রদের মহিলা ও পুরুষদের ১বছর মেয়াদী স্বাপ্তাহিক কিস্তিতে আদায় যোগ্য ঋণ প্রদান করা হয়।	পৌরসভা সহ সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৭৭,০০,০০০.০০	৯৫,০০,০০০.০০
পল্লী উন্নয়ন	আবর্তক ঋণ কর্মসূচী	কৃষকদের স্বাবলম্বী কর্মসূচী , প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ও প্রশিক্ষন বিহীন কৃষকদের ১ বছর মেয়াদী আদায় যোগ্য ফসলী ঋণ প্রদান করা হয়।	পৌরসভা সহ সকল ইউনিয় ন	চলমান কর্মসূচী	৩৭,০০,০০০.০০	৫১,০০,০০০.০০
পল্লী উন্নয়ন	পল্লী প্রগতি কর্মসূচী	হত দরিদ্র মহিলা ও পুরুষদের বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক ১বছর মেয়াদী স্বাপ্তাহিক কিস্তিতে আদায় যোগ্য ঋণ প্রদান করা হয়।	ইউনিয়নে (চলমান)	চলমান কর্মসূচী	২৬,০০,০০০.০০	৩৩,০০,০০০.০০
কৃষি	আধুনিক কলাকৌশল এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান,গম ও পাট বীজ উৎপাদন প্রকল্প	প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ১৩ টি কৃষক দলে মোট ১৯৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক আকারে উন্নতমানের ধান,গম ও পাট বীজ উৎপাদন করবে। অত্র এলাকায় বীজ ব্যবসায়ী হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করে উল্লিখিত ফসল সমূহের বীজ বিক্রি করে বীজের চাহিদা পূরণ করা হবে।	উপজেলার পৌরসভাসহ ১১ টি ইউনিয়ন	২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২০২৩		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
কৃষি	কৃষক পর্যয়ে উন্নতমানের ডাল,তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন প্রকল্প	প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ৫ টি কৃষক দলে মোট ২০ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক আকারে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজের পাশাপাশি মধু উৎপাদন করবে। অত্র এলাকায় বীজ ব্যবসায়ী হিসাবে লাইসেন্স প্রদান করে উল্লিখিত ফসল সমূহের বীজ বিক্রি করে বীজের চাহিদা পূরণ করা হবে ।	উপজেলার ১১ টি ইউনিয়ন	২০১৭-২০১৮ হতে ২০২১-২২		
কৃষি	সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট -২ পর্যায় প্রকল্প	আইএফএমসি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৫০ জন কৃষক/কৃষাণীকে কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে হাতে কলমে কৃষি, প্রাণী ও মৎস্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	উপজেলার পৌরসভাসহ ১১ টি ইউনিয়ন	২০২১ হতে ২০২২		
কৃষি	পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	আইপিএম প্রকল্পের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন বিষয়ে ১০০০ জন কৃষক/কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	উপজেলার পৌরসভাসহ ১১ টি ইউনিয়ন	২০১৮-২০১৯ হতে ২০২২-২০২৩		
কৃষি	রাজস্ব খাতের অর্থায়নে প্রযুক্তি প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী	অত্র এলাকার কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা শস্য বহুমূখীকরণ করা, উচ্চ মূল্যের ফসল আবাদ বৃদ্ধি করা এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	উপজেলার পৌরসভাসহ ১১ টি ইউনিয়ন	২০১৬-১৭ হতে ২০২২২-২০২৩		
কৃষি	আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের	অত্র এলাকার কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা শস্য বহুমূখীকরণ	উপজেলার পৌরসভাসহ ১১ টি	২০২০-২০২১ হতে ২০২৫-		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
	কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	করা, উচ্চ মূল্যের ফসল আবাদ বৃদ্ধি করা এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	ইউনিয়ন	২০২৬		
কৃষি	লেবু জাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	অত্র এলাকায় পুষ্টি নিরাপত্তা ও বিদেশ হতে লেবু জাতীয় ফল আমদানী নির্ভরতা কমানো।	উপজেলার পৌরসভাসহ ৫ টি ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হতে ২০২৪-২০২৫		
কৃষি	খামার যান্ত্রিকীকরণনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	আওতায় বরাদ্দ মাফিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত তালিকা হতে কৃষকদের মাঝে ৫০% ভূর্তকীতে উন্নয়ন সহায়তায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে। ফলে কৃষি কাজে কৃষকদের অর্থ,শ্রম ও সময় সাশ্রয় হবে।	উপজেলার পৌরসভাসহ ৫ টি ইউনিয়ন	২০১৯-২০২০ হতে ২০২২-২৩		
কৃষি	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প	কৃষি আবহাওয়া তথ্য বিষয়ক কেন্দ্র স্থাপন। যেখান থেকে কৃষি আবহাওয়ার তথ্য কৃষকদের মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো। এত কৃষকরা কৃষি আবহাওয়া জেনে ফসল আবাদ করবে।	উপজেলার ৫ টি ইউনিয়ন	২০১৭-২০১৮ হতে ২০২২-২০২৩		
প্রাণিসম্পদ	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে সৃষ্টি।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
প্রাণিসম্পদ	সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প	ভেড়া প্রতিপালনের উপর ২০ জন খামারিকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫ দিনব্যাপী ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
প্রাণিসম্পদ	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরে এই প্রকল্প-এর কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে মহিষ পালন বিষয়ে খামারিদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
প্রাণিসম্পদ	পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	২০২১-২২ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলায় গবাদিপশুর পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুরা রোগ নির্মূল করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
প্রাণিসম্পদ	লাইভস্টোক এন্ড ডেইরী ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	২০২১-২২ অর্থবছরে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
মৎস্য	ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
মৎস্য	জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবি, মৎস্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিকল্প আয়-বর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। একইসাথে জলাশয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
সমাজসেবা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায়	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সরকারের একটি জনবান্ধব	উপজেলার সকল			

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
	বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচী	প্রকল্প। এর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে সমস্ত অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর (পুরুষ) ও ৬২ বছর (মহিলা) তারা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৩৪৩ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	ইউনিয়ন			
		বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম একটি সময় উপযোগী কার্যক্রম। অসচ্ছল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাগণ এ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২১৮৫ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
		অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ ভাতা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৬৬২ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৭৫০/- টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ	দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ ভাতা কার্যক্রম	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
	(বয়স্ক) ভাতা	বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে এ উপজেলায় বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪০ জন। একজন ভাতাভোগী মাসিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন।				
সমাজসেবা	মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রমের আওতায় এ উপজেলায় ৫৩ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা মাসিক ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
সমাজসেবা	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী	শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা উপবৃত্তি পেয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ উপজেলায় মোট ৫৫ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন			
সমাজসেবা	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচী	দলিত ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচীর আওতায় এ উপজেলায় প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মোট ২৫ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পেয়ে থাকে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা	সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কর্মসূচী	গরীব ও দুঃস্থ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন নামে অভিহিত প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। যথা- পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র ইত্যাদি। একজন ঋণগ্রহীতা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
		১০,০০০-৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।				
সমাজসেবা	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধীগণ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন। একজন প্রতিবন্ধী ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ পেয়ে থাকেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমাজসেবা	ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিমদের খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচী	এ উপজেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত মোট ০১ টি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত একজন এতিম মাসিক ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে বরাদ্দ পেয়ে থাকে। এ উপজেলায় মোট ০৭ জন এতিম শিশু ক্যাপিটেশন বরাদ্দ পেয়ে থাকে।		চলমান কর্মসূচী		
যুব উন্নয়ন	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (৩য় পর্ব)	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব)-এর মাধ্যমে এলাকার একই গ্রামের ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে যাদের বয়স সেই সমস্ত স্বল্প আয়ের বেকার যুবক ও যুবমহিলাদেরকে গ্রুপভিত্তিক বিভিন্ন অপ্রতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী/আত্মকর্মী করে গড়ে তোলা।	সকল ইউনিয়ন	২০১৮ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৩ বছর।		
মহিলা বিষয়ক	ভিজিডি চক্র	অত্র উপজেলার ২০২১-২২ অর্থবছরে ২১৩৬ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলাদেরকে প্রতি মাসে	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
		মাথা পিছু ৩০ কেজি হারে খাদ্যশষ্য (চাল) বিতরণ করা হয় এবং ভিজিডি উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও কর্তৃক ওএও প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।				
মহিলা বিষয়ক	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচী	অত্র উপজেলার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১২৪৫ জন দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র ও গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রতি মাসে মাসিক ৮০০/- (আটশত) টাকা হিসাবে ভাতা প্রদান করা হয় এবং উপকারভোগীদেরকে অত্র দপ্তরের চুক্তিবদ্ধ এনজিও কর্তৃক ওএও প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্যাকেজ সেবা প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
মহিলা বিষয়ক	মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (WTC)	দর্জি বিজ্ঞান ট্রেডে বছরে ১০০ জন প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর বছরে ০৪ টি ব্যাচ	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
মহিলা বিষয়ক	উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্প	অত্র উপজেলার দুঃস্থ, অসহায়, হত দরিদ্র, স্বামী পরিত্যাক্তা এবং বিধবা মহিলা যাদের বয়স ১৮-৪৫ বছরের মধ্যে তাদেরকে ০৩ (তিন) মাস পর পর আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ দর্জি বিজ্ঞান এবং বিউটিফিকেশন ০২ টি ট্রেডে ৫০ (পঞ্চাশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অত্র কার্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতি মাসে ২০০০/ টাকা হিসাবে ভাতা প্রদানসহ অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		

খাত	পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	অভিষ্ঠ গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২০-২১	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২
মহিলা বিষয়ক	নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের বাৎসরিক অনুদান	সক্রিয় নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতিসমূহের বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
মহিলা বিষয়ক	মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ০২ বছর মেয়াদি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য ঋণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
বন	ময়মনসিংহ অঞ্চল টেকসই সামাজিক বনায়ন প্রকল্প	২০২০-২১ অর্থবছরে উপজেলার ১৮ কি.মি. সড়কে Street Plantation -এর আওতায় বৃক্ষরোপন করা হয় এবং ৪৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		
সমবায়	আশ্রয়ন/আশ্রয়ন ফেইজ- ২ প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান	আশ্রয়ন/আশ্রয়ন ফেইজ- ২ প্রকল্পের সুফলভোগী ৪৮০ জন সুফলভোগীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি	ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা	চলমান কর্মসূচি		
সমবায়	ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রত্যেক প্রশিক্ষণ ৫/৮ টি সমিতির ২৫ জন সদস্যর সমন্বয় একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী		

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ২০২১-২২অর্থ বছরের উন্মুক্ত বাজেট সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ **ফরিদ উল্লাহ** সভাপতি, উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত কমিটি ও ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, **ঈশ্বরগঞ্জ,ময়মনসিংহ**।
স্থান	ঃ	উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষ, **ঈশ্বরগঞ্জ,ময়মনসিংহ** ।
তারিখ	ঃ	২২-০৬-২০২১ খ্রিঃ।
সময়	ঃ	সকাল ১১.০০ টা।
উপস্থিতি	ঃ	পরিশিষ্ট ‘ক’

সভাপতি, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতপর উপজেলা প্রকৌশলী, ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক খসড়া বাজেট সভায় সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেন।

বাজেট সার সংক্ষেপ

	বিবরণ	২০২০-২০২১অর্থ বছরের সংশোধিত/প্রকৃত	২০২১-২০২২অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট
অংশ-১	**রাজস্ব হিসাব** **প্রাপ্তি**		
	রাজস্ব	২২,৩৪,৯০,৫২৮/-	২,৩৫,৫১,২৩১/-
	অনুদান (সম্ভাব্য)	০০/-	৬০,০০০০০/-
	মোট প্রাপ্তি (ক)	২,২৩,৪৯,৫২৮/-	২,৭৫,৫১,২৩১/-
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	২০০১০৩৩২/-	২,০২,৯৬,৭০৫/-
	উদ্বৃত্ত	**২৩,৩৯,২০৫/-**	**৭২,৫৪,৫২৬/-**
অংশ-২	উন্নয়ন অনুদান	৯৮,৯২,০০০/-	২,০০,০০,০০০/-
	অন্যান্য অনুদান/চাদা/**রাজস্ব উদ্বৃত্ত**	২০,০০,০০০/-	২৫,০০,০০০/-
	মোট (খ)	**১,১৮,৯২,০০০/-**	**২,২৫,০০,০০০/-**
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	**৩,৪২,৪১,৫২৮/-**	**৫,০০,৫১,২৩১/-**
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	১,১৮,৯২,০০০/-	**২,২৫,০০,০০০/-**
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	০০/-	০০/-
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)	০০/-	০০/-
	মোট বাজেট সমাপ্তি	**৩,৪২,৪১,৫২৮/-**	**৫,০০৫১২৩১/-**

৮. বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

উপজেলা পরিষদ উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

ছক ৮ ঃঃ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ঠঃ

ক্রমিক নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করা	শিক্ষা	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৮০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, সীমান প্রাচীর নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও উপকরণ প্রদান।	২০২ ৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে উপস্থিতির হরা ৮০ ভাগে উন্নীত করা।
২			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২২০০০ জোড়া বেঞ্চ প্রদান করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৩৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণ গনিত, ইংরেজী ও আইসিটির উপর প্রশিক্ষিত হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ উন্নত করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৪৭ টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ ও উপকরণ প্রদান করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০০০ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ছাত্রীদের ঝড়ে পরা রোধে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী ৪০ টি	

			ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা যেতে পারে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষিত হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার ১৫ টি দুর্বল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হবে এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার শুন্যে নেমে আসবে।
২	উপজেলার সকল জনগণের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা বিশেষতঃ গর্ভবর্তী মা ও নবজাতকের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি কমানো।	স্বাস্থ্য	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে চাহিদামাফিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ০৩ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারী চালুর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানের চেয়ে অর্ধেক এ নেমে আসবে এবং শতভাগ প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী অর্জন হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী করানোর বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮০ টি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৩০০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হবে।	শতভাগ স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি ব্যবহারের নিশ্চিত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ২৫০ পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন করা হবে।	
৩	স্থানীয় অবকাঠামো ও সড়ক উন্নতির মাধ্যমে পরিষেবাগুলোতে জনসাধারণের প্রবেশগ্যমতা বৃদ্ধি	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১০ কি.মি সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/সিসি করা হবে।	উপজেলার ১.১৫ লক্ষ জনগণের বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে প্রবেশগ্যমতা বৃদ্ধি সহজতর হবে।
			২০২৩/২৪ সাল নাগাদ সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের জলবদ্ধতা নিরসনে ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সাল নাগাদ সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিতে ২৫০০ মিটার গাইডওয়াল নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ২৪ টি কার্লভাট নির্মাণ করা হবে।	
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো	

			উন্নয়ন করা হবে।	
৪	কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবিকার উন্নয়ন	কৃষি	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার ৪০০ জন সব্জিচাষীকে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন দলে উপকরণ প্রদান করা হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে সব্জির উৎপাদন বর্তমানের ২৩,০০০ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৩০,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
		মৎস্য	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার ২০০ জন মৎস্যচাসিকে প্রশিক্ষণ ও উপকরন প্রদান করা হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন বর্তমানের ৪৪৮৫ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৩০,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
		প্রাণিসম্পদ	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার সকল গবাদীপশুকে কৃমিনাশক ঔষধ, বিভিন্ন রোগের ভ্যাক্সিন প্রদান করা হবে।	২ লক্ষ ২০ হাজার গরু, ছাগল ও ভেড়া কৃমিরোগ, পিপিআর রোগ হতে ও ১ লক্ষ ৩০ হাজার গরু ও মহিষ ক্ষুরা রোগ হতে নিরাপদ থাকবে।
৫	উপজেলার দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা, বাল্য বিয়ের শিকার নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	কর্মসংস্থান	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার কর্মক্ষম ৩০০ জন পুরুষ ও নারীকে বিভিন্ন ট্রেডে সক্ষমতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	উপজেলার কর্মক্ষম ৩০০ জন বেকার যুবক ও নারীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরী হবে।

৯. প্রকল্পের সার সংক্ষেপ

১০। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনাঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও উপজেলা প্রকৌশলী বিভিন্ন প্রকল্প/স্কিম সমূহের পৃথক পৃথক অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বাজেট ও পরিকল্পনা কমিটি এর কাছে প্রতিবেদন করবে। পরবর্তীতে উক্ত কমিটি উপজেলা পরিষদের নিকট ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম প্রতিবেদন ডিসেম্বর/২০ মাসে, ২য় প্রতিবেদন মার্চ/২০২১ মাসে এবং ৩য় এবং সমাপনী প্রতিবেদন জুন/২০২১ মাসে উপস্থাপন করবে। এছাড়া জুলাই/২০২১ মাসে নতুন বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করবে।

১১। উপসংহারঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার বিকল্প নেই। সকল কাজ ও প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি সুপরিকল্পিত হলে কাজের স্বচ্ছতা থাকবে, থাকবে জবাবদিহিতা। সে লক্ষ্যে উপজেলা বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। যার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অত্র উপজেলার জনমানুষের জীবন মান উন্নয়ন হবে এবং উপজেলা পরিষদ, ঈশ্বরগঞ্জ ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবে।

৯. পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

ছক ৮ঃ ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী

<u>পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি)</u>

পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ০৫ থেকে ০৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যেখানে ৩ থেকে ৬ জন সদস্য হস্তন্তরিত বিভাগ থে এবং ১ থেকে ২ জন সদস্য এনজিও বা বেসরকারি খাত থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে। পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি) অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও উপজেলা পরিষদকে নিয়মিত উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় সহযোগীতা করবে। ক্ষেতলাল উপজেলার পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২১ হতে ২০২৪-২৫ ও বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২১ প্রণয়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে টিজিপি গঠন করা হয় যেখানে বাকি ০৪ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগ থেকে নেয়া হয়েছে।

ছক ৯ঃ ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দলের সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী

ছক ১০ঃ ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ সদস্যদের তালিকা

০১	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, **ঈশ্বরগঞ্জ**, ময়মনসিংহ।		
০২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, **ঈশ্বরগঞ্জ**, ময়মনসিংহ ।		
০৩	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, **ঈশ্বরগঞ্জ**, ময়মনসিংহ		
০৪	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, **ঈশ্বরগঞ্জ**, ময়মনসিংহ		
০৫	মেয়র ঈশ্বরগঞ্জ, পীরসভা		
০৬	চেয়ারম্যান, ঈশ্বরগঞ্জ ইউপি		
০৭	চেয়ারম্যান, সোহাগী ইউপি		
০৮	চেয়ারম্যান, সরিষা ইউপি		
০৯	চেয়ারম্যান, আঠারবাড়ী ইউপি		
১০	চেয়ারম্যান, জাটিয়া ইউপি		
১১	চেয়ারম্যান,মাইজবাগ ইউপি		
১২	চেয়ারম্যান, মগটুলা ইউপি		
১৩	চেয়ারম্যান, রাজিবপুর ইউপি		
১৪	চেয়ারম্যান, উচাখিলা ইউপি		
১৫	চেয়ারম্যান, তারুন্দিয়া ইউপি		
১৬	চেয়ারম্যান, বড়হিত ইউপি		
১৭			